এক নজর দেখা !

হারুন রশীদ আজাদ

১৯৮৮র ১৭ই মার্চ । বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধুর ৬৮তম জন্ম দিবস । সকাল থেকে ৩২ নং সড়কে বঙ্গবন্ধুভবনে সাধারন মানুষের আগমন শুরু হয়েগেছে । বাড়ীর বাইরে সড়কের উপর রাতেই একটি মঞ্চ তৈরীকরা হয়েছে আজ বিকালে সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথি । শেখ হাসিনা প্রধানবক্তা ও সভাপতি ।

আমার স্বপ্নের বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্ম প্রকাশ করবে । তাই আমি গতরাতে তৈরীকরা মঞ্চে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি । সকাল থেকে আমি মঞ্চ বেলুন দিয়ে সাজাচ্ছিলাম । এর মধ্যে উপস্থিত মানুষের মধ্যে কৌতুহল । বাড়ীর কাছাকাছি একটি গাড়ী থামার পর বেড়িয়ে এল একজন চশমা পড়া ভদ্রলোক কেউ কেউ বলছেন নেত্রীর হাজব্যান্ড । কেউ বললেন ডঃ ওয়াজেদ । আনবিক শক্তি কমিশনের পক্ষ থেকে একটি ফুলের ডালি হাতে এগিয়ে যাচ্ছেন বাড়ীর ভেতরে দেয়ালে ঝুলানো একটি ছবির পাশে । চেয়ারে উঠে ডালিটি জাতিরজনকের ছবিতে ঝুলানোর চেষ্টা করছেন । হল রুমে দাড়ানোদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল স্যার একটু অপেক্ষা করুন আওয়ামিলীগের মিছিল আসছে একসাথে নাহয় দিবেন আমাদের সাথে । ডঃ ওয়াজেদ সাহেব বললেন, কেন ! আমি সরকারি কর্মকর্তা তাই সরকারের আনবিক শক্তিকমিশনের পক্ষ থেকে আমি দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের দলের পক্ষ থেকে দেবেন ।

অত্যান্ত স্পষ্টবাদি কোমল হৃদয়ের সেই মানুষটি যে দেশের কি মুল্যবান সম্পদ ছিলেন দেশ মনে হয় কখনো তার মুল্যায়ন করতে পারেনি কিংবা করেনি ! তখন হলরুমে আমার সাথে দাড়ানো ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সলর ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদ । বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি পৌঁছেছিলেন মঞ্চে । তিনিও অবাক হয়ে সেদিন চেয়ে দেখেছিলেন জাতির জনকের জামাতা দেশের বিশিষ্ট পরমানু বিজ্ঞানী ডঃ ওয়াজেদকে । সেদিন তার মুখে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অজানা অনেক কথাই শুনেছি । অত্যান্ত সহজ সরল মনের মানুষটি অনেক কথা বলেছিলেন অল্প সময়ের উপস্থিতিতে ।

আমার মনে হয়েছে তিনি প্রধানমন্ত্রীর স্বামী পরিচিতির চেয়ে বঙ্গবন্ধুর জামাতা পরিচিতিকে বেশী গুরুত্ব দিতেন । তবে তার অতিত থেকে জানা যায় কোন উচ্চাভিলাশ তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি । তত্বাবধায়ক সরকার যখন বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে তারই সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল হয়তো নির্মলমনের মানুষটি চোখের সামনেই সেদিন ১৫ই আগষ্টের বিভিষিকাময় হত্যার অতিত স্মৃতি স্মরনকরেই চেয়ার থেকে পরে গিয়েছিলেন আর সেই আঘাতে বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারি পরমানুবিজ্ঞানী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া প্রয়ান পথে শায়িত জীবন থেকে আর ফিরতে পারলেননা ।
দেশ রাষ্ট্র যা জানেনি জনগণ মনেহয় তারচেয়ে অনেকবেশী জানত দেশের এই কৃতি সন্তানের

জ্ঞানভান্ডারের কথা, তা না হলে লক্ষ লক্ষ জনতার আহাজারি আর জানাজার কাফেলাতে এদৃশ্য ও সংবাদ হল কি করে ? তবেকি ভাবতে হবে সেইকথাটি আসলেও সত্য ‘‘দাঁত থাকতে বাঙ্গালী দাঁতে মর্যদা বুঝেনা ’’। তবে শুনে ভাললেগেছে ১৫বছর সময়ে কষ্টার্জিত অর্থে সুদাসদন তৈরী হয়েছিল ।

সিডনীতে শোকের ছায়া

১০ই মে বঙ্গবন্ধুপরিষদ তথা বঙ্গবন্ধু সোসাইটি অষ্ট্রেলিয়া এর সভাপতি ডঃ নিজাম উদ্দিন আহমেদের বাসায় তার সভাপতিত্বে একজরুরী শোক সভার আয়োজন করা হয় । উক্ত সভায় মরহুমের আত্মার শান্তি, পরজীবনের মঙ্গল কামনাকরে মহান সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে দোয়া কালেমা পাঠ ও প্রার্থনা করা হয় । এ ছাড়া দেশের এই কৃতি সন্তান প্রয়াত বিজ্ঞানীর গবেষনা, দেশপ্রেম, সততা সহ বিরল অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করাহয় । আলোচনায় অংশ নেন ডঃ খায়রুল চৌধুরী, ডাঃ লাভলী রহমান, মোঃ ওসমান গণি, হারুন রশীদ আজাদ, ডাঃ নুরুর রহমান খোকন, রফিক উদ্দিন মোস্তাক মেরাজ,আলনোমান শামীম, সহ আরও অনেকে ।

ডঃ সামস রহমান ও সদস্য সচীব আনিসুর রহমান রিতুর আহবানে গত সোমবার ১১ই মে আওয়ামিলীগ অষ্ট্রেলিয়া ও শোকসভার আয়োজন করেছিল সিডনীর লাকেম্বাস্থ একটি রেস্তোরায় । সভার প্রথমেই মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া প্র্রাথনা করাহয় । অনন্য মেধাশক্তির অধিকারি দেশের শেষ্ট্র পরমানু বিজ্ঞানীর শিক্ষা, ছাত্র রাজনীতি, গবেষনা, চাকুরিজীবন ও তার জীবনের বিভিন্ন বিরল ঘটনা তুলে ধরা হয় । আলোচনায় আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, বঙ্গবন্ধুপরিষদ, মুক্তিমুদ্ধাসংসদ এর শীর্ষ কর্মকর্তাগণ অংশ নেন এছাড়াও বিপুল লোকসমাগম হয়েছিল শোক সভায় ।